Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা পৌষ বুধবার ১৩৬৪ ইংরাজী 18th Dec 1957 | ৩০শ সংখ্যা

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৮৭৯ শকাব্দ

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট

"আইওলিন"

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা পৌষ বুধবার সন ১৩৬৪ সাল।

আদেশানুবর্ত্তিতা

অধীন ভারতে

—০—

ইংরাজী ১৯২৮ অব্দের কথা বলি—কলিকাতায় পার্ক সার্কাসের বিস্তীর্ণ ময়দানে নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশন। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও দেশনেতা স্বনামধন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। বাংলার নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনের সর্ব্বপ্রকার সৌষ্ঠব রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত কলিকাতা মহানগরীর মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া কংগ্রেস সভাপতিকে সাড়ম্বরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহী ভলান্টিয়ারগণ শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবে, তৎপরে পদাতিক ভলান্টিয়ার, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সারিবদ্ধ ভাবে যাত্রা করিবেন। এই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণের পরিচালন ভার পড়িল তখনকার শ্রীমান্ সুভাসচন্দ্র বসুর উপর। মহিলা-বাহিনীর ভার লইয়া তাঁহার সহকারিণীরূপে মনোনীতা হইলেন শ্রীমতী লতিকা বসু। কম্যাণ্ডারের শোভনীয় বেশে সজ্জিত হইয়া একটি খোলা গাড়ীতে দণ্ডায়মান অবস্থায় শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতে লাগিলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র। শ্রীমতী লতিকা বসুও তাঁহার মর্য্যাদানুরূপ সজ্জায় অন্য গাড়ীতে অবস্থান করিয়া মহিলাবাহিনী চালনা করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যে সকলেই মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। কোথাও কোনও ক্রমভঙ্গ দোষ দৃষ্ট হয় নাই। শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত শোভাযাত্রা পার্ক সার্কাসে কংগ্রেসমণ্ডপে উপনীত হইল।

গুরু কর্ত্তব্যের তিক্ত বোঝা আসিয়া পতিত হইল শ্রীমান্ সুভাষের স্কন্ধে। সুভাষচন্দ্র তাঁহার কর্ত্তব্যে একটুও ত্রুটি করিবে না ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। কমাণ্ডার সর্ব্বদা সভাপতি শ্রীমতিলাল নেহেরুর হুকুম তামিল করিবার জন্য সতর্ক ও সজাগ। কংগ্রেস প্যাণ্ডেল ও প্রবেশ নির্গমনের নিয়ম কানুন তাঁহার রক্ষণাধীনে।

কংগ্রেস অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বহু কারখানার অসন্তুষ্ট ধর্ম্মঘটী ২০।২৫ হাজার শ্রমিক বাংলার কংগ্রেস নেতাদের কতিপয় শীর্ষ স্থানীয়গণের অধিনায়কত্বে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলদ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাদের দাবি—তাহারা সভাপতিকে দর্শন করিবে। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদেরও দর্শন করিবে। বক্তৃতা শুনিবে। নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলিবে। হুকুম বরদার সুভাষচন্দ্র তাহাদের জানাইয়া দিয়াছেন যে বিনা টিকিটে প্রবেশ করিতে কাহাকেও দিবেন না। কুড়ি পঁচিশ হাজার শ্রমিক বলপ্রয়োগ করিয়া প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সুভাষচন্দ্রও সংখ্যালঘু হইলেও স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীকে তাহাদের বাধা দিবার জন্য আদেশ করিলেন। সুভাষচন্দ্রের সুশিক্ষিত সুনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সারিবদ্ধ হইয়া প্যাণ্ডেলের দ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

উভয় পক্ষকে শান্ত করিবার জন্য কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র বর্ত্তমানে যিনি ভারতের প্রাইম মিনিষ্টার পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জনতার গোলমালে পণ্ডিত জহরলাল ঘোড়া হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। জনৈক গুজরাটী কংগ্রেসী নেতা সেই সময়ে সুভাষচন্দ্রকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—ভাই সুভাষ তোম্ ক্যা করতে হুঁ। জহরলাল ঘোড়েসে গির্ গিয়া দেখতা নেহি। সুভাষচন্দ্র কর্ত্তব্য সম্পাদনে এক চিত্ত। এমন সময়ে সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল আসিয়া সুভাষচন্দ্রকে বলিলেন— হোয়াই ডোন্ট্ ইউ লেট্ দেম্ কাম্? (ওদের আসতে দিচ্ছ না কেন?) সুভাষ—ইফ্ দে আর এ্যালাউড্ টু এন্টার দি প্যাণ্ডেল দে উইল স্ম্যাশ ইট (ঢুকতে দিলে ওরা প্যাণ্ডেল চুরমার করে দিবে) মতিলাল—বাট্ ইফ্ দে আর নট এ্যালাউড্ এ সিংগ্‌ল্ ব্যাম্বু উইল নট্ বি হিয়ার। (যদি ঢুকতে না দেওয়া হয়, একখানি বাঁশও এখানে থাকবে না।) সুভাষ—(দৃপ্ত কণ্ঠে) ইফ্ ইউ গিভ্ মি অর্ডার আই উইল্ প্রিভেণ্ট দেম্ অ্যাট দি কষ্ট্ অব্ দি লাষ্ট্ ড্রপ্ অব্ মাই ব্লাড্ (আমার শেষ বিন্দু রক্ত দিয়াও ওদের বাধা দিব আপনি যদি আদেশ দেন) মতিলাল—(স্মিত মুখে) হোয়াই শুড্ আই গিভ্ ইউ সাচ্ অ্যান্ অর্ডার সুভাষ? (তোমাকে এমন আদেশ কেন দিব সুভাষ) লেট দেম্ কাম্ (ওদের আসতে দাও)
সভাপতির আদেশ প্রাপ্তি মাত্র সুভাষচন্দ্র তাহাদের মণ্ডপদ্বার ছাড়িয়া দিলেন।

আমাদের প্রাইম্ মিনিষ্টার্ পণ্ডিত জহরলাল স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়াছেন। আজ স্বাধীন ভারতে তিনি হাওড়ায় বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলিবার অনেক পরে আনুষ্ঠানিক ভাবে চালাইতে আসিয়া স্বচক্ষে যে আদেশানুবর্ত্তিতা দেখিলেন তারই সঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া সুভাষ কি করিয়াছিল তাহা তুলনা করুন। এবং তুলনা করিয়া ১৯৪৭ অব্দের পূর্ব্বেকার অধীন ভারতের সঙ্গে হালের যে কংগ্রেস সেই শাসক এই অবস্থায় কি ঘটিল।

স্বাধীন ভারতে

—০—

আজ কংগ্রেস দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বৈদ্যুতিক ট্রেণ চালাইতে আসিয়া তিনি হাওড়া ষ্টেশনের সাজা (এ সাজা মানে সজ্জিত করণ নয়— শাস্তি)

পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় এবং লোকসভায় যুগবৎ মুলতুবী দাবি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ বলে ওটা সেণ্টারের ব্যাপার আবার ঘাড় পার করার জন্য লোকসভা পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে দিয়ে পাশ কাটাইতে চান। মাত্র দুটি খুন ও মোট ২৫।৩০ জখম হয়েছে। বহু বিরাট ব্যাপারে এমন হইয়াই থাকে। রেল বিভাগ হইতে রেলওয়ে মন্ত্রী হাসপাতালে জখমীদের প্রত্যেককে ১০০৲ টাকা দিয়া ব্যথার অনেক লাঘব করিয়াছেন। খুন আর জখম কাগজে বাহির

হইয়াছে। আর একটি সমারোহ সহৃদয় ব্যাপার ঘটনার আগে রাত্রে হাওড়া ষ্টেশনের উত্তর দিকের ফুটপাতে যে সব পূর্ব্ব বঙ্গের বাস্তুহারাগণ চট, চ্যাটাই, ন্যাকড়া ও দরমা ঢাকা দিয় শিশুসন্তানসহ এই শীতের রাত্রে অতিকষ্টে বিনিদ্র রজনী কাটাইত, রাত্রি দুপুরে তাদের উপর হোস পাইপ সাহায্যে জল বর্ষণ করিয়া প্রাইম মিনিষ্টারের শুভাগমনের পূর্ব্ব রাত্রে অধিবাস করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহোদয় একটু অনুসন্ধান করিলে সবই জানিতে পারিবেন। এই বাসী ট্রেণ চালানো ব্যাপারে প্রাইম মিনিষ্টারের নাম ভাঙ্গাইয়া কত লক্ষ টাকার "ক্রাইম" করা হইয়াছে তাহা তল্লাস না হইলে দুর্নীতির চাপে দেশ রসাতলে যাইবে। ভারতের এই সব কাজে বিয়ে বাড়ী সাজানো যে কতদূর অশোভন তাহা কে অনুসন্ধান করিবে! কত টাকা ব্যয় হইল এই সংবাদ যেন বহুল প্রচার করা হয়। অপরাধে চুণকাম অপরাধকারীর স্পর্দ্ধাই বাড়ায়।

কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

১৯৫৮ সালের ২০শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে। এই উপলক্ষে জেলার সরকারী ও বেসরকারী ভদ্র মহোদয়গণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

প্রদর্শনীতে যাঁহারা কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জিনিষপত্র দেখাইতে ও বিক্রয় করিতে চান তাঁহারা ষ্টল সংগ্রহ করিবার জন্য অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের অফিসে উক্ত কমিটির যুক্ত সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারেন। জেলা প্রচার অফিস বা জেলা কৃষি অফিসেও এ সম্বন্ধে পত্রালাপ বা দেখা সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে।

প্রদর্শনীতে বিভিন্ন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই প্রদর্শনীতে গো ও পশু-পক্ষী এবং শিশু স্বাস্থ্য প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ধর্ম্মাধিকরণের নেপথ্যে

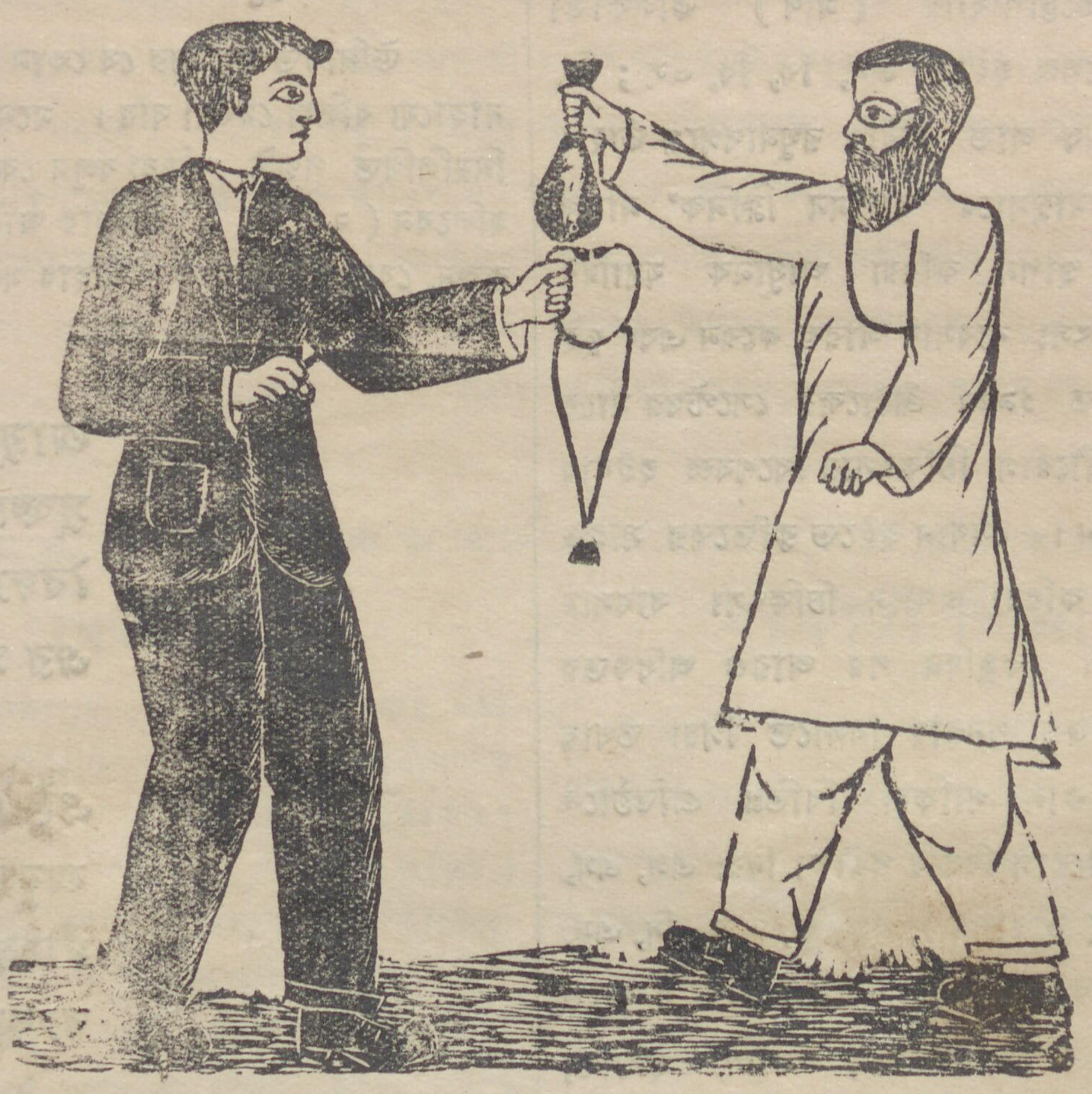

এলি ভাই! এলি ভাই!!
যাতে হয় "এ্যালিবাই"

ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের দায়ে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

সিউড়ী: সম্প্রতি সদর মহকুমা শাসক শ্রীবি. চক্রবর্ত্তী বংশী ঘোষ নামক লাঙ্গুলিয়ার জনৈক গোয়ালাকে ভেজাল ছানা বিক্রয়ের অপরাধে দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে ও ১৪ দিনের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে উক্ত বংশী ঘোষ মহিষের দুধের ভেজাল ছানা বিক্রয় করিবার সময় পৌর সভার খাদ্য-পরিদর্শক কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল।

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে সহরে বিভিন্ন ধরণের ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের অপরাধে যে অভিযুক্ত করা হয় তাহাদের ১৬ জনকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একজনকে একদিনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই জরিমানার পরিমাণ কমপক্ষে ২৫- টাকা হইতে ৩০০, শত টাকা পর্য্যন্ত আছে। ইহাদের প্রায় সকলেই ভেজাল দুধ, ছানা, দধি ইত্যাদি বিক্রয়ের অপরাধে দণ্ডিত হয়। উপরোক্ত দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র ২ জন ভেজাল কোন তৈল বিক্রয়ের অপরাধে দণ্ডিত হয়। সহরে যে হারে ভেজালের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে দণ্ডের ব্যবস্থা আরও একটু কঠোরতর হইলেই ইহা প্রতিরোধ হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

—বীরভূম-বার্ত্তা

ডাক্তার গৌরীপতি

রঘুনাথগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিক ও জঙ্গিপুরের ভূতপূর্ব্ব প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় (মণি) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি, বি, এস; ডি, টি, এম, উপাধি লাভ করিয়া রঘুনাথগঞ্জে তাঁহার পিতৃদেবের নামানুসারে 'পঞ্চানন ক্লিনিক' নামক চিকিৎসা গৃহ স্থাপন করিয়া আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং দুই বৎসর পর গত ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চক্ষু-রোগ ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য বিলাত যান। সেখান হইতে কৃতিত্বের সহিত সাফল্য লাভ করিয়া এখানে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর আরও অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য পুনরায় বিলাতে গিয়া তথায় তিন বৎসর কাল থাকিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চক্ষু-রোগ ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া এল, এম, ডি, জি, ও, (ডাবলিন), ডি, ও, আর, সি, এস, (ইংলণ্ড) আর, সি, পি, (লণ্ডন) উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ইটালী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানের চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গত ৭ই ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি এই সহরে একটি উন্নত ধরণের চক্ষু চিকিৎসালয় সহ প্রসূতি সদন খুলিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আমরা তাঁহার সাফল্য কামনা করিতেছি।

পরলোকগমন

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জের স্বনামধন্য উকিল স্বর্গত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের পৌত্র-বধূ (স্বর্গীয় গৌরাঙ্গবল্লভ রায়ের সহধর্ম্মিণী) উষারাণী রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পাঁচটী শিশু পুত্রকে লইয়া কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এখন পরম কারুণিক ভগবানের কৃপাই শিশুদের একমাত্র ভরসা। আমরা পরলোকগতা আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া শিশুগুলির শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জ বা কু সু ম তৈ লে র গু ণ অ তু ল নী য়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

বসন্ত রোগ নিবারণের উপায়

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ও অন্যান্য স্থানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। এই মহামারিতে লোকের মৃত্যুও হইতেছে। বসন্ত রোগের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে অবিলম্বে শিশু ও বয়স্ক সকলের টীকা লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা প্রতিদিন সকালে বহরমপুর সহরের প্রতিটি গৃহে যাইয়া টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে মিউনিসিপ্যালিটিতেও টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বসন্তরোগ যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ না করে তাহার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পালন করুন :—

১। যাঁহারা বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছেন—তাঁহারা অন্য লোকের সংস্পর্শে আসিবেন না। বসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হন ও শরীরের মামড়ীগুলি পড়িয়া যায় ততদিন মশারীর মধ্যে অবস্থান করিবেন। মামড়ীগুলি যেখানে সেখানে না ফেলিয়া মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিবেন বা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিবেন।

২। কোন বাড়ীতে কেহ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলে অবিলম্বে মিউনিসিপ্যালিটি বা মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকারিকের নিকট সংবাদ দিন।

৩। কোন বাড়ীতে বসন্ত রোগ দেখা দিলে রোগীর ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি শোধন না করিয়া পুনরায় ব্যবহার করিবেন না। "ফরমালিন" নামক ঔষধে পোষাক পরিচ্ছদ আসবাবপত্র ইত্যাদি শোধন করা যায়। সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ স্থানীয় কর্মীদের নিকট "ফরমালিন" বিনামূল্যে পাওয়া যায়। অবিলম্বে ফরমালিন সংগ্রহ করিয়া আপনাদের বাড়ীঘর আসবাবপত্র ইত্যাদি শোধন করার ব্যবস্থা করুন।

৪। বসন্ত রোগীর জন্য ঔষধ জাতীয় তৈল সহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটিতে ও গ্রামাঞ্চলে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কোন বাড়ীতে বসন্ত রোগ দেখা দিলে বসন্ত রোগের তৈল সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করুন।

মনে রাখিবেন—যে, সময়ে সাবধান হইলে পরিণামে অনুতাপ করিতে হয় না। অতএব যথা কালে বসন্ত রোগের টীকা নেওয়াই সুযুক্তি।

নিজেদের উপকারের জন্য কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

(জেলা প্রচারদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত)

বাংলার হস্তীদন্ত শিল্প প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প অধিকারের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগ বাংলার হস্তীদন্ত শিল্পের উন্নয়নের জন্য এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু শিল্পীগণ তাঁদের শিল্পকার্যের নমুনা ১নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, দশমতলা, কলিকাতা—১ এই ঠিকানায় উপশিল্প অধিকর্তার (কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প) কাছে আগামী ৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৮, তারিখে বিকাল ৩টার মধ্যে পাঠাতে পারেন। যোগদানেচ্ছু শিল্পীগণ তাদের শিল্পকার্যের নমুনা বহরমপুরস্থ ডিষ্ট্রীক্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অফিসারের কাছেও উক্ত তারিখ ও সময়ের মধ্যে জমা দিতে পারেন। প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত পুরস্কারগুলি দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতাটিতে কেবলমাত্র শিল্পীগণই যোগদান করতে পারবেন এবং তাদের আপন আপন হাতের কাজের উপরেই বিচার হবে। ১টি প্রথম পুরস্কার—৩০০৲ তিনশত টাকা। ১টি দ্বিতীয় পুরস্কার—১৫০৲ একশত পঞ্চাশ টাকা। ৩টি তৃতীয় পুরস্কার—৫০৲ টাকা প্রতিটি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা মির্জ্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ লিমিটেডের অংশীদার ও আমানতকারীগণকে জানানো যাইতেছে যে উক্ত সমিতির ১৯৫৬-৫৭ সালের চূড়ান্ত হিসাব পরীক্ষা (ফাইন্যাল অডিট) আরম্ভ করিয়াছি। সমিতির হিসাব সম্বন্ধে কাহারো কোনরূপ অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে ২৯, ১২, ৫৭ তাং মধ্যে সমিতির অফিসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাইতে পারেন নতুবা সমিতির হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ১৭।১২।৫৭

শ্রীপ্রতিভারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমবায় সমিতিসমূহের হিসাব পরীক্ষক
জঙ্গিপুর।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে আমি মির্জাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেডের ১-৭-৫৬ হইতে ৩০-৬-৫৭ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা (audit) করিতেছি। উক্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট পাওনাদার এবং দেনদারগণকে তাঁহাদের উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত দেনা এবং পাওনা টাকার হিসাব যাচাই করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের হিসাবে কোন প্রকার গরমিল দেখা গেলে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাইবেন। আগামী ২৫।১২।৫৭ তারিখ মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি না উঠিলে সমিতি-প্রদত্ত হিসাব সঠিক বলিয়া ধার্য্য হইবে। ইতি ১৩।১২।৫৭

আবুল কাসেম খাঁ
সমবায় সমিতিসমূহের হিসাব পরীক্ষক
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের সচিব মহোদয়ের ১৯৫৭ সালের ২রা নভেম্বরের ১৮৮০৮ (১৪) ই, এ নং স্মারকের মর্ম্মানুযায়ী ১৯৫৭ সালের ২৭শে নভেম্বর ২০৫০৬ (১৪) নং স্মারকের আদেশ অনুসারে প্রাক্তন মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের অবগতির জন্য অত্র ঘোষণার দ্বারা জ্ঞাত করান যায় যে যাহারা জমিদারী দখল আইনের ৯ ধারা মতে রাজ্য সরকারের হস্তে সন ১৩৬১ সালের জন্য তাহাদিগের প্রাপ্য বকেয়া খাজানাদি তহশীলের ভার ন্যস্ত করিবার আবেদন ইতিপূর্ব্বে দাখিল করিয়াছেন এবং যাহাদিগের নিকট হইতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ৭(১) ধারা মতে একবার নাম তলব করিয়াছেন কিম্বা যে কোনরূপ তথ্যাদি দাখিল করিবার জন্য জানাইয়াছেন তাহা আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ মধ্যে তাহার নিকট না পৌঁছাইলে রাজ্য সরকার উক্ত আবেদন পত্র মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

ইহা চরম বিজ্ঞপ্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাঃ এইচ, সি, দত্ত, আই-এ-এস
অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা
মুর্শিদাবাদ-বীরভূম

জমিদারী দখল বিভাগ
বহরমপুর

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের **আমলা** কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

KA-18

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি [illegible] টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :— ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত